# ছেলে হোক প্রমনই

09 August-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

## সুন্নাতে ভরা বয়ান

**(Bangla)**

(For Islamic Brothers)

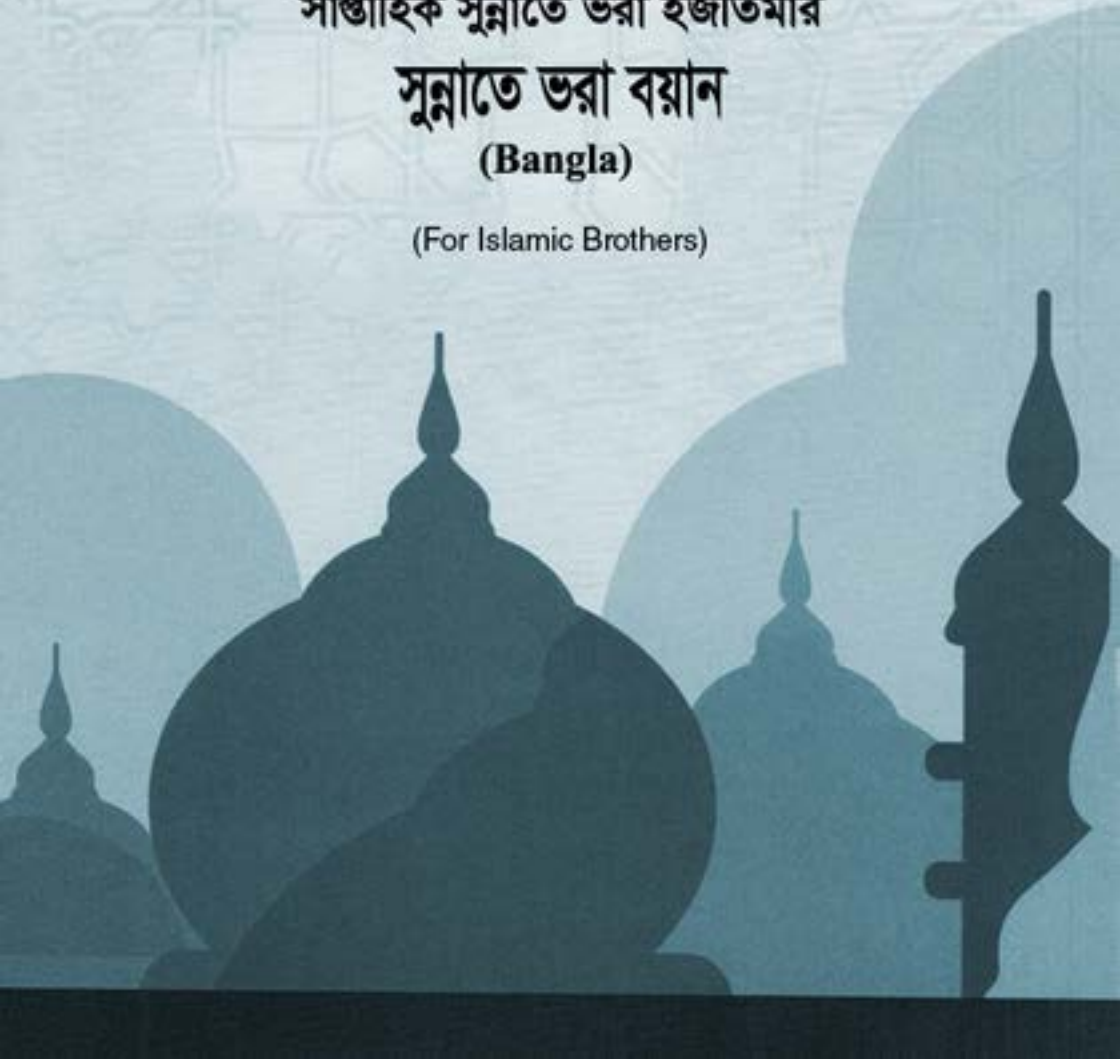

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মহান বাণী হচ্ছে: "مَنْ صَلَّى عَلَى النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً যে ব্যক্তি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, سَبْعِيْنَ صَلَاةً তার প্রতি **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর** ফিরিশতারা সত্তরবার (৭০) রহমত প্রেরণ করবেন।" **(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন ইবনুল আস, ২/৬১৪, হাদীস নং-৬৭৬৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

## দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, এসকল নেয়ামতের আমরা যতই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি তা কিছুইনা, **দয়ালূ প্রতিপালকের** এই নেয়ামত সমূহের মধ্যে একটি মহান নেয়ামত হলো **"সন্তান"**, সন্তানকে সুন্দর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া পিতামাতার কর্তব্য, পিতামাতা তাদের সন্তানকে কিভাবে শিক্ষা দিবে যে, তাদের সন্তান উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে যাবে।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হলেন **আল্লাহ তায়ালার** নৈকট্যশীল ও মনোনিত নবী, **আল্লাহ তায়ালা** তাঁকে বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন, এটাই কারণ ছিলো যে, **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে যত পরীক্ষা এসেছে, তিনি তা **আল্লাহ তায়ালার** তৌফিকে দৃঢ়তার সহিত উত্তীর্ন হয়েছেন, আসুন! **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা সম্পর্কে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা শুনবো, যার স্মরণে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ প্রতিবছর দুনিয়া জুড়ে মুসলমানরা ঈদুল আযহায় (১০, ১১ ও ১২ যিলহজ্ব) কোরবানি করে থাকে, আসুন! আমরাও সেই ঘটনা শ্রবণ করি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## তিন রাত একই ধরণের স্বপ্ন

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام যিলহজ্ব মাসের অষ্টম রাতে একটি স্বপ্নে দেখলেন, কেউ বলছিলেন: "নিঃশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে নিজের সন্তানকে জবাই করার আদেশ দিচ্ছেন।" তিনি عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এসম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন যে, এই স্বপ্ন কি **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে নাকি শয়তানের পক্ষ থেকে? তাই ৮ যিলহজ্বের নাম **ইয়াওমুত তারভিয়্যাহ** (অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা করার দিন) রাখা হয়েছে। নবম রাতে আবারও সেই স্বপ্ন দেখলেন এবং বিশ্বাস করে নিয়েছেন যে, এই আদেশ **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকেই, তাই ৯ যিলহজ্বকে **ইয়াওমে আরাফা** (অর্থাৎ পরিচয় পাওয়ার দিন) বলা হয়। দশম রাতে আবারো একই স্বপ্ন দেখার পর তিনি عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام সকালে এই স্বপ্নের উপর আমল করে নিজ সন্তানকে কোরবানি করার দৃঢ় সংকল্প করে নিলেন, যার কারণে ১০ যিলহজ্বকে **ইয়াওমুন নাহার** (অর্থাৎ জবাই করার দিন) বলা হয়।

**(তাফসীরে কবীর, ৯/৩৪৬)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## আল্লাহ তায়ালার আদেশ মান্য করার অনন্য পদ্ধতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیْہِمُ السَّلَام মর্যাদা সকল সৃষ্টি হতে উচ্চ থেকে উচ্চতর, সুতরাং তাঁদের উপর আসা পরীক্ষা সমূহও তেমনই কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান, সেই পবিত্র সত্ত্বাদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রতি যে, তাঁরা এই পথে আসা বিপদাপদ ও পরীক্ষাকে প্রফুল্লচিত্তে সহ্য করে শুধু **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে সফলতা ও উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেন না বরং ভবিষ্যতে আগত পরীক্ষার জন্য নিজেকে এবং পরিবার বর্গকেও সর্বদা প্রস্তুত রাখতেন, তাঁদের এই মহান কোরবানি সমূহ আজীবন মানুষের জন্য চলার পথের পাথেয় হয়ে যায়। যেহেতু আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَیْہِمُ السَّلَام স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। **(মুসতাদরিক, তাফসীরে সূরা সাফফাত, ৩/২১৪, হাদীস নং- ৩৬৬৫)** সুতরাং হযরত ইব্রাহিম عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام বুঝে গেলেন যে, আমার **প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা** আমাকে আমার সন্তানকে জবাই করার আদেশ দিচ্ছেন। সাথেসাথেই নিজের কলিজার টুকরোকে **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশে

কোরবানি করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং তিনি এই সকল ঘটনা তাঁর অল্পবয়সি সন্তান হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কেও বলে দিলেন যে, **আল্লাহ তায়ালার** আদেশ হচ্ছে যে, আমি যেন তোমাকে জবাই করে দিই, এবার তুমি বলো তোমার কি মতামত? **তাফসীরে খাযিনে** বর্ণিত রয়েছে: হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে এই কারণে পরামর্শ চাননি যে, যদি তাঁর অনুমতি না হয় তবে তাঁর মতামতের উপর আমল করবে বরং হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিলো যে, **আল্লাহ তায়ালা** পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষায় তাঁর কি অনুভূতি রয়েছে এবং **আল্লাহ তায়ালার** আদেশ মান্য করা ও তাঁর পক্ষ থেকে আগত কষ্টের প্রতি তাঁর ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা সম্পর্কে জানা যায় আর **আল্লাহ তায়ালার** সেই আদেশ মান্য করাতে অর্জিত সাওয়াব অর্জনেও সফল হয়ে যায়। (তাফসীরে খাযিন, ৪/ ২২, সংক্ষেপিত) হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হযরত সায়িদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে যখন এই স্বপ্ন বর্ণনা করলেন তখন এই অবনত মস্তকে মান্যকারী যে উত্তর প্রাদন করেছেন তা কোরআনে পাকের ২৩ পারার সূরা আস সাফ্ফাত এর ১০২ নম্বর আয়াতে এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** সন্তান বললো, ‘হে আমার পিতা! করুন যা আপনি আদিষ্ট হচ্ছেন, **আল্লাহ** ইচ্ছা করলে অবিলম্বে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন’।

## আমাকে রশি দ্বারা শক্তভাবে বেঁধে নিন

তাফসীরে খাযেনে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর সম্মাণিত পিতাকে আরয করলেন: আব্বাজান! জবাই করার পূর্বে আমাকে রশি দিয়ে শক্তভাবে বেধেঁ নিন। যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার সাওয়াবের পরিমাণ যেন কমে না যায় এবং আমার রক্তের ছিটা থেকে আপনার কাপড়কে বাঁচিয়ে রাখবেন যাতে তা দেখে আমার আম্মাজান চিন্তিত না হয়। ছুরি খুব ধারালো করে নিন যাতে আমার গলায় ভালভাবে চলে (অর্থাৎ গলা তাড়াতাড়ি কেটে যায়) কেননা মৃত্যু অনেক কঠিন হয়ে থাকে। আপনি আমাকে

জবেহ করার জন্য উপুড় করে শুয়াবেন (অর্থাৎ চেহারাকে জমিনের দিকে করে রাখবেন) যাতে আপনার দৃষ্টি আমার চেহারার দিকে না পড়ে আর যখন আপনি আমার আম্মাজানের নিকট যাবেন তখন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিবেন এবং যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে আমার জামা তাঁকে দিয়ে দিবেন। এতে তিনি সান্তনা পাবেন এবং ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইরশাদ করলেন: হে আমার পুত্র! **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশ পালন করার জন্য তুমি আমার কতই উত্তম সাহায্যকারী হয়ে গেলে। অতঃপর যেভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বলেছিলেন: সেভাবে তাঁকে বেধেঁ নিলেন, নিজের ছুরি ধারালো করলেন। হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। তাঁর চেহারা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন এবং তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু ছুরি তার কাজ করল না অর্থাৎ গলা কাটল না।

**(তাফসীরে খাযিন, ৪/ ২২, সংক্ষেপিত)**

## জান্নাতী দুম্বা এবং মোবারক বাক্যের সমষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যখন হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে জবাই করার জন্য জমিনে শুইয়ে দিলেন তখন **আল্লাহ তায়ালা**র নির্দেশে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বিনিময় স্বরূপ জান্নাত থেকে একটি দুম্বা নিয়ে তাশরিফ আনলেন এবং দূর থেকে উচ্চ স্বরে বললেন: اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر, যখন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এই আওয়াজ শুনলেন তখন নিজের মাথা আসমানের দিকে উঠালেন এবং বুঝে গেলেন যে, **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে আসা পরীক্ষার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং সন্তানের স্থানে বিনিময় স্বরূপ দুম্বা প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَللّٰهُ اَكْبَر, যখন হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এটা শুনলেন তখন তিনি বললেন: اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ, এরপর থেকে এই তিনজন সম্মানীত ব্যক্তিত্বের মোবারক শব্দগুলো আদায় করার এই সুন্নাত কিয়ামত পর্যন্ত প্রচলিত হয়ে গেছে।

**(বিনায়া শরহে হিদায়া, ৩য় খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমাদের জন্যও মাদানী ফুল বিদ্যমান, যেমনটি আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে নিজের স্বপ্ন বললেন তখন তিনি ব্যথিত ও ভীত হওয়ার পরিবর্তে খুশিতে যেনো আন্দোলিত হতে লাগলেন, আমার সৌভাগ্য যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে কোরবানি করার জন্য ইরশাদ করেছেন এবং আনন্দচিত্তে **আল্লাহ তায়ালা**র পথে কোরবান হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন, এর বিপরীতে যদি কারো সামান্যতম পরীক্ষা আসে বা কোন কষ্ট পায় তবে সে অভিযোগ অনুযোগ বরং مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ**র পানাহ!) অধৈর্য্য হয়ে অনেক সময় কুফরী বাক্যও বলে দেয় এবং **রব তায়ালা**র অসন্তুষ্টিকে বেছে নেয়, এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারন করা উচিৎ, কেননা এই পরীক্ষাও **রব তায়ালা**র পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ, সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় অধিক প্রতিদান কঠিন পরীক্ষার মাঝেই রয়েছে এবং **আল্লাহ তায়ালা** যখন কোন সম্প্রদায়কে পছন্দ করেন তবে তাদেরকে পরীক্ষায় লিপ্ত করে দেন, তবে যে তাঁর বিচারে রাজি থাকবে তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি এবং যে এতে রাজি নয় তবে তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি।" (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, বাবুস সবরে আলাল বালা, ৪র্থ খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, নম্বর-৪০৩১) এই ঘটনা থেকে সন্তানের প্রশিক্ষণেরও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আমাদের সন্তান যদিওবা আমাদের মনের প্রশান্তি এবং চোখের মণি, কিন্তু এর পূর্বে **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দা, **নবী করীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত এবং ইসলামী সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও। যদি আমাদের শিক্ষা তাদেরকে **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য এবং সুন্নাতের ভালবাসা ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা দিতে না পারে তবে তাদেরকে নিজের অনুগত বানানোর স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দেয়া উচিৎ, কেননা ইসলামই একজন মুসলমানকে নিজের পিতামাতার অনুগত হওয়ার শিক্ষা দেয়। তাই আমাদের সন্তানদেরকে বাহ্যিক সৌন্দর্য, উন্নত খাবার, উত্তম পোষাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীতার পাশাপাশি তাদেরকে চারিত্রিক ও রুহানী প্রশিক্ষণের জন্যও সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## মক্কায়ে মুকাররমা শহরে বসবাস

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যখন তাঁর (হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) আম্মাজান হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এবং তাঁকে মক্কা শহরে নিয়ে আসলেন আর তাঁদেরকে এখানেই রেখে গেলেন, এতে একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো এবং মক্কায়ে মুকাররমায় জুরহাম জাতিও সেখানে এসে অবস্থান করতে লাগলো। (এই সময়ে হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامও যুবক হয়ে গিয়েছিলো) হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাদের এক মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এই সময়ে ওফাত হয়ে গেলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর সন্তান হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ঘরে তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার স্বামী কোথায়? তিনি আরয করলেন: তিনি শিকার করার জন্য তাশরীফ নিয়ে গেছেন, **আল্লাহ তায়ালা** আপনার প্রতি দয়া করুক! আপনি বসুন, তিনি اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এখনই চলে আসবেন। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নিকট কি খাবারের কিছু আছে? তিনি আরয করলেন: জি হ্যাঁ! সাথেসাথেই দুধ ও মাংস পেশ করলেন। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর থেকে তাঁদের জীবনাচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর স্ত্রী বললেন: আমরা সৌভাগ্যবান এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আনন্দচিত্তেই আছি। তখন হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁদের উভয়ের জন্য বরকতের দোয়া করলেন, অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁকে বললেন যে, যখন তোমার স্বামী আসবে তখন তাঁকে আমার সালাম দিয়ো এবং বলো যে, নিজের দরজার চৌকাঠকে যেনো ঠিক রাখে। যখন হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাশরীফ নিয়ে এলেন তখন তিনি তাঁর পিতার সুগন্ধ অনুভব করলেন তখন নিজের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: আজ কি এখানে কেউ এসেছিলো। তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, একজন সুন্দর চেহারার এবং উত্তম সুগন্ধ বিশিষ্ট বুযুর্গ তাশরীফ নিয়ে এসেছিলেন, এরপর তিনি পুরো ঘটনা শুনালেন এবং এটাও বললেন যে, আমি তাঁর মাথা মোবারক ধুয়েছি আর এটা তাঁর পায়ের চিহ্ন। হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام পুরো ঘটনা শুনে

বললেন: তিনি আমার পিতা হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ছিলেন এবং আমার দরজার চৌকাঠ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তুমি আর তিনি আমাকে আদেশ দিলেন যে, আমি যেনো তোমাকে অটুট রাখি। (রুহুল বয়ান, ১/২২৫)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা অর্জিত হয় যে, যখন কোন মেহমান আসে তবে আমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী তাকে আপ্যায়ন করা উচিৎ এবং নিজের দারিদ্রতা ও অভাব প্রকাশ করার পরিবর্তে সর্বদা **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিৎ। পিতামাতার উচিৎ, নিজের সন্তান বিশেষকরে কন্যা সন্তানদের প্রশিক্ষিত করে তাদেরকে অন্যান্য আদব শিখানোর পাশাপাশি স্বামির হক আদায় এবং অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়া উচিৎ। কেননা অকৃতজ্ঞতার শব্দাবলী শুধু নারীদের দুনিয়াবী জীবনকে উজাড় করে দেয় না বরং তাদের আখিরাতও নষ্ট করে দিতে পারে। সুতরাং **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে: আমি জাহান্নামে মহিলাদের আধিক্য দেখেছি। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কারণ কি? ইরশাদ করলেন: কেননা তারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না। জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তারা কি **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না? ইরশাদ করেলেন: তারা স্বামী এবং তাদের দয়ার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সুতরাং তোমরা কোন মহিলার সাথে সারা জীবনই ভাল ব্যবহার করোনা কেন, কিন্তু কখনো তোমার কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখবে তখন বলবে: আমি তোমার মাঝে কখনোই ভাল কিছু দেখিনি। (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩/৪৬৩, হাদীস নং-৫১৯৭) এবং যে ইসলামী বোন বুদ্ধিমানের প্রমাণ দিয়ে নিজের স্বামীর অনুগত এবং কৃতজ্ঞ স্ত্রীর ভূমিকা পালন করে, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে, যেমনটি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, নিজের ইজ্জত ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা বজায় রাখে এবং নিজের স্বামীর আনুগত্য করে তবে তাকে বলা হবে যে, জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করো।

**(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আব্দুর রহমান বিন আউফ, ১/৪০৬, হাদীস নং- ১৬৬১)**

মনে রাখবেন! স্বামীর অকৃতজ্ঞতা থেকে মহিলাকে এই জন্যও বিরত থাকা উচিৎ যে, বারবার এই ধরণের কথার দ্বারা স্বামীর মনে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়

এবং যদি আল্লাহ না করেন এর ফলে সম্পর্কের নৌকাই ডুবে যায় তবে জীবন ভর আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত কবে না। যাইহোক সফল স্ত্রী সেই, যে কখনোও অকৃজ্ঞতার শব্দাবলী মুখে আনে না এবং সর্বদা স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েই তার মন খুশি করতে থাকুন। স্বামী স্ত্রীর মাঝে পরস্পর ভালবাসা ও প্রেমের এই সুন্দর সম্পর্ক বিঘ্নহীন ভাবে ততক্ষণই চলবে যতক্ষণ উভয়েই একে অপরের হক সমূহ ভালভাবে আদায় করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর গুণাবলী

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে **আল্লাহ তায়ালা** অসংখ্য গুণাবলী দ্বারা ধন্য করেছেন এবং কোরআনে করীমের অসংখ্য স্থানে তাঁর আলোচনা হয়েছে, তিনি কাবার নির্মাণকারী এবং মক্কা মুকাররমার প্রতিষ্ঠাতা। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আরব বাসীর দাদা এবং তিনি আরব বাসীর পিতা। যমযমের পানি তাঁরই ইরহাসি মুজিযা (অর্থাৎ নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে সংগঠিত মুজিযা), যা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত দু'টিই মুজিযা অবশিষ্ট থাকবে, এক. যমযমের পানির ঝর্ণা, যা ইসমাঈল সায়্যিদুনা এর গোড়ালীর আঘাতে বের হয়েছিলো এবং অপরটি হলো **দ্বীনে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্থাৎ কোরআনে করীম, হাদীসে পাক এবং এর বিধানাবলী ও ইবাদত।

**(তাফসীরে নাঈমী, ১৬/২৮৫)**

## হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর স্মরণ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যমযম শরীফ যা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকা মুজিযা, তা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে ফযীলতপূর্ণ এবং প্রাধান্য অর্জিত হয়েছে। অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও এই পানি **আল্লাহ তায়ালার** সৃষ্টিকে উপকৃত করে যাচ্ছে এবং জাহেরী ও বাতেনী রোগ বালাই থেকে আরোগ্যের দৌলতও বন্টন করে যাচ্ছে। আমার আক্বা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যমযম শরীফের একটি মুজিযা এটাও যে, সর্বদা তার স্বাদ পরিবর্তন হতে থাকে। কখনো কিছুটা লবণাক্ত, কখনো

খুবই মিষ্ট এবং রাতের দু'টায় যদি পান করা হয় তবে তাজা দোহন করা গরুর দুধের মতোই মনে হয়। (তিনি আরো বলেন:) যমযম শরীফ যার নিকট অধিক পরিমানে রয়েছে, তার খাবারেরও প্রয়োজন নেই এবং ঔষধেরও প্রয়োজন নেই। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৩৫ পৃষ্ঠা) হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: যমযম খাবারের স্থানে খাবার এবং ঔষধের স্থলে ঔষধ। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শেয়বা, কিতাবুল হজ্ব, বাবু ফি ফদলে যমযম, ৪/৩৫৮, হাদীস নং-২) আসুন! আবে যমযমের ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

১. যমযমের পানি দুনিয়া ও আখিরাতের যে উদ্দেশ্যের জন্যই পান করা হবে তবে তা যথেষ্ট। (সুনানে ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল মানাসিক, বাবুশ শরফে মান যমযম, ৩য় খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩০৬২)

২. যমযমের পানি পেট ভরে পান করা, নিফাককে দূর করে দেয়।

(ফিরদাউসুল আখবার, বাবুত তা', ১/৩০৯, হাদীস নং-২২৫৫)

৩. যমযমের পানি দুনিয়ার বুকে বিদ্যমান সকল পানির চেয়ে উত্তম।

(মু'জামুল কবীর, ১১/৮০, হাদীস নং-১১১৬৭)

## যমযমের পানি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ তায়ালা** এই পবিত্র পানিকে কিরূপ শান ও শওকত এবং বরকত দ্বারা ধন্য করেছেন যে, যেমনিভাবে তা মুসলমানদের অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালা**র নবী হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল যবীহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর স্মরণ এবং তাঁর ভালবাসাকে সতেজ করতে থাকবে, তেমনিভাবে এই বরকতময় পানি রোগ, দুর্দশাগ্রস্থ, দুঃখী ও কষ্টে নিপতিতদের শারীরিক ও রুহানী রোগ বালাইয়ে শিফার উপলক্ষ্য হবে। আসলেই যে জিনিষটির **আল্লাহ** ওয়ালাদের পবিত্র সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক অর্জিত হয়ে যায়, তার মর্যাদা ও মহত্ব পূর্ণ হয়ে যায় বরং তা **আল্লাহ তায়ালা**র নিদর্শন হয়ে যায়, সুতরাং প্রখ্যাত মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সাফা এবং মারওয়া হচ্ছে ঐ পাহাড়, যাতে হযরত হাজেরা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا) পানির অন্বেষণে সাতবার উঠা নামা করেছেন। এই আল্লাহ ওয়ালীর কদম পড়ার বরকতে এই দু'টি পাহাড় **আল্লাহ তায়ালা**র নিদর্শন হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হাজীদের উপর এই পবিত্র রমনীর অনুকরন করে এই দুই পাহাড়ে সাতবার উঠা নামা করা

আবশ্যক হয়ে গেলো। বুযর্গদের কদম লেগে যাওয়াতে ঐ সকল বস্তু **আল্লাহ তায়ালার** নিদর্শন হয়ে যায়। (তিনি আরো বলেন:) তুরে সীনা পাহাড় এবং পবিত্র মক্কা এই কারণেই মহত্বপূর্ণ হয়েছে যে, তুরের কলিমুল্লাহ (অর্থাৎ হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام) এর সাথে এবং পবিত্র মক্কার **হাবীবুল্লাহ** (অর্থাৎ আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথে সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিলো। সারাংশ হলো যে, **আল্লাহ তায়ালার** প্রিয়দের বস্তুসমূহ হলো **আল্লাহর** নিদর্শন, যেমন; কোরআন শরীফ, খানায়ে কাবা, সাফা ও মারওয়া পাহাড়, পবিত্র মক্কা, বাইতুল মুকাদ্দাস, তুরে সীনা (তুর পাহাড়), আউলিয়া **আল্লাহ** ও আম্বিয়ায়ে কিরামের মাযার সমূহ, যমযমের পানি ইত্যাদি। **(ইলমুল কোরআন, ৪৮-৫০ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কোরআনে করীমের হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নাম মোবারক অসংখ্য স্থানে এসেছে এবং প্রতিটি স্থানে তাঁর শান ও মহত্বের আলোচনাও বিদ্যমান। এক স্থানে **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর গুণাবলীকে এই শব্দাবলী দ্বারা বর্ণনা করেন: যেমনটি ১৬তম পারার সূরা মরিয়মের ৫৪ ও ৫৫ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ﴿۵۴﴾ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ﴿۵۵﴾

**(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৪-৫৫)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং কিতাবের মধ্যে ইস্মাঈলকে স্মরণ করুন! নিশ্চয় সে প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী ছিলো এবং **রাসূল**, অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী; এবং আপন পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতো; আর আপন **রবের** নিকট পছন্দীয় ছিলো।

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই আয়াতে মোবারাকায় হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চারটি উন্নত গুণাবলীর বর্ণনা হয়েছে, (১) তিনি ওয়াদার ব্যাপারে সত্য ছিলেন (২) অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী (৩) পরিবার পরিজনকে নামায ও যাকাতের আদেশ প্রদানকারী (৪) এবং **আল্লাহ তায়ালার** পছন্দনীয় বান্দা ছিলেন।

## ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদী!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এখানে এই বিষয়টি মনে গেঁথে রাখুন যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণই عَلَيْهِمُ السَّلَام ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এই গুণাবলীতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিশুকালেই তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে কৃত ওয়াদা জবাই করার মুহূর্তে ধৈর্য্য ও সহকারে পালন করেছেন।

**(তাফসীরে খাযিন, ৪/২২)**

একবার তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এক ব্যক্তির সাথে একটি স্থানে সাক্ষাত করার ওয়াদা করেছেন এবং তিনি সেই স্থানে পৌঁছেও গেছেন, কিন্তু যেই ব্যক্তি আসার কথা ছিলো, সে ভুলে গেলো, এমনকি রাত হয়ে গেলো, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সেই স্থানেই সারা রাত অতিবাহিত করলেন। সকালে যখন সেই ব্যক্তি আসলো তখন তাঁকে সেখানে পেয়ে আশ্চার্য হয়ে গেলো এবং আরয করলো: আপনি এখান থেকে যাননি? তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: না, তোমার আসার পূর্বে আমি কিভাবে যেতে পারি। **(তাফসীরে তাবারী, ৪/৩৫১)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কিরূপ উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, তিনি নবী হয়েও তাঁর এক উম্মতের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করার জন্য সারা রাত সেই স্থানেই অবস্থান করেন। সুতরাং যদি শরীয়তের কোন অপারগতা না থাকে তবে আমাদেরও এই সুন্দর অভ্যাস অবলম্বন করে কারো সাথে করা ওয়াদা অবশ্যই পূরণ করা উচিৎ। কিন্তু আফসোস, শত কোটি আফসোস যে, আজকাল আমাদের সমাজে ওয়াদা খেলাফী করা একেবারে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা দোষনীয়ও মনে করা হচ্ছে না, অথচ ওয়াদা খেলাপী এবং চুক্তি ভঙ্গ করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ, কেননা ওয়াদা পূরণ করা মুসলমানের জন্য শরয়ীভাবে ওয়াজিব ও আবশ্যক। **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে করীমের ৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদার **১ম** আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ

**(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১)**

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে ঈমানদারগণ! স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করো।

অনুরূপভাবে **১৫তম** পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿۳۴﴾
(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৪)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে মুসলমান চুক্তি ভঙ্গ এবং ওয়াদা খেলাফী করে, তাতে **আল্লাহ তায়ালা** এবং তাঁর ফিরিশতা ও সকল মানুষের অভিশম্পাত আর তার কোন ফরয কবুল হবে না, কোন নফল কবুল হবে না। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জুযইয়াতুল মওয়াআদাতি, ২য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩১৭৯) অপর একটি হাদীসে পাকে রয়েছে যে, লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না সে আপন লোকদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করবে না। (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৪৭)

## ওয়াদা খেলাফী কাকে বলে?

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! ওয়াদা ভঙ্গ করা ব্যক্তিদের সম্পর্কে কিরূপ কঠিন শাস্তি রয়েছে যে, ওয়াদা ভঙ্গ করা ব্যক্তির প্রতি **আল্লাহ তায়ালার** ফিরিশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ হয়ে থাকে, তার কোন ফরয ও নফল কবুল হয়না।

**হুযুর পূরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ওয়াদা ভঙ্গ করা এটা নয় যে, মানুষ ওয়াদা করলো এবং তার নিয়্যত তা পূরণ করাও ছিলো বরং ওয়াদা খেলাফী হলো যে, মানুষ ওয়াদা করে এবং তার নিয়্যত তা পূরণ করার না হয়।" (আল জামেউল আখলাকুর রাভী লিল খাত্তাবিল বাগদাদী, ৩১৫ পৃষ্ঠা, নম্বর-১১৬৮) অপর এক হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে ওয়াদা করে এবং নিয়্যত পূর্ণ করার হয়, অতঃপর পূরণ করতে পারেনি, ওয়াদা অনুযায়ী আসতে পারেনি, তবে এতে তার গুনাহ হবে না। (সুনানে আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৯৯৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি কাজ "মাদানী কাফেলা"

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমরা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর পবিত্র গুণাবলী সম্পর্কে শ্রবন করছিলাম, এমন সুন্দর গুণাবলীর অনুসারী হতে

**দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে অনেক বিপথে যাওয়া লোক গুনাহ থেকে তাওবা করে নামায ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়ে গেছে। আপনারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে মাসিক একটি মাদানী কাজ হলো **আল্লাহ তায়ালা**র পথে সফরকারী মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা। বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকায় অসংখ্যবার **আল্লাহ তায়ালা**র পথে সফর করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনটি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার অন্তর **আল্লাহ তায়ালা**র পথে ভয়ের কারণে কেঁপে উঠে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার উপর জাহান্নামকে হারাম করে দেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদুস সায়্যিদাতি আয়েশা, ৯/৩৬৯, হাদীস নং-২৪৬০২) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যে বান্দার পা **আল্লাহ তায়ালা**র পথে ধুলামলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (বুখারী, কিতাবুজ জিহাদ ওয়াস সেয়র, ২/২৫৭, হাদীস নং-২৮১১) সুতরাং আমাদেরও আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দ্বীনের বার্তাকে অধিকহারে প্রসার করা উচিৎ। আসুন! মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

## মাদানী কাফেলার বরকত

পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচী তরবিয়্যতি কোর্স করার জন্য আসলো। তখন তার পেটের বাম পাশে হঠাৎ ব্যথা অনুভূত হলো, ব্যথার প্রচন্ডতা এতো বেশি ছিলো যেম সাতটি ইঞ্জেকশন দিতে হলো, তবেই স্বস্থি পেলো। কয়েকদিন পর আলট্রা সনোগ্রাফীও করালো কিন্তু ডাক্তার ব্যথার কারণ বুঝতে পারলো না। সেই ইসলামী ভাই হাসপাতালে ভর্তি ছিলো, তখন সেখানে সে জানতে পারলো যে, তার সাথের ইসলামী ভাই যারা তরবিয়্যতি কোর্সে এসেছিলো, তারা সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় ১২ দিনের জন্য সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডাক্তার সফরে যেতে অনেক বারন করেছে কিন্তু সে মানতে পারলো না এবং সে ডেরা ভেগড়ি বেলুচিস্তান গমনকারী মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। ডেরা ভেগড়ি যাওয়ার সময় পথে

সামান্য ব্যথা হলো। কিন্তু মাদানী কাফেলায় করা দোয়ার বরকতে ব্যথা এমনভাবে দূর হয়ে গেলো, আর কখনো হলোই না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পবিত্র গুণাবলী যা কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি এটাও যে,

وَ كَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ ۪

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৫)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** এবং আপন পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতো।

জানা গেলো, আপন পরিবারবর্গকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করা, নামাযে অভ্যস্ত করা, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام সুন্নাত। সুতরাং আমাদেরও নামাযের গুরুত্বকে বুঝে শুধু নিজেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ নয় বরং নিজের স্বজ্ঞান সন্তানকেও সাথে নিয়ে যাওয়া উচিৎ। মনে রাখবেন! যদি আমরা নিয়মিত নামাযের পাশাপাশি আমাদের স্বজ্ঞান সন্তানদেরকেও মসজিদে নিয়ে যাই তবে তাদের ক্ষুদ্র মানসিকতা শিশুকাল থেকেই নামাযের দিকে ঝুঁকে যাবে, কেননা যে বিষয়টি শিশুদের মানসিকতায় বসে যায়, স্বাভাবিকভাবেই বড় হয়েও তা তার মানসিকতায় দৃঢ় হয়ে যায়। শিশুদের নামাযে অভ্যস্ত করতে কখনো কখনো নামাযের ফযীলতও শুনাতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আমাদের সন্তানরা শিশুকাল থেকেই পাক্কা নামাযী হয়ে যাবে। বর্তমানে সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণ করা এবং তাদের শিশুকাল থেকেই নামায রোযা এবং অন্যান্য ইবাদতে অভ্যস্ত করা খুবই প্রয়োজন। সন্তানের সুন্নাত অনুযায়ী বিশুদ্ধ প্রশিক্ষণের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"তারবিয়্যতে আওলাদ"** অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণের জন্য এই কিতাবটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। মনে রাখবেন! আপনার সন্তানকে যেকোন নেক কাজের উৎসাহ প্রদানের পূর্বে নিজেকেও স্বয়ং এই কাজে অভ্যস্ত হতে হবে! অন্যথায় আমাদের বলা কথায় প্রভাব পড়বে না এবং অভিষ্ট প্রতিফলও অর্জিত হওয়া কঠিন হবে। তাই নিজের সন্তানদেরকে নামাযের উৎসাহ দেয়ার পূর্বে নিজেও

নামাযা পড়ার দৃঢ় অভ্যাস গড়ে নিন। কোরআন ও হাদীসে নামায আদায়কারীদের সম্পর্কে অনেক সুসংবাদ এসেছে এবং নামাযের অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, আসুন! ইলমে দ্বীন অর্জন করতে এবং নিয়মিত নামাযের মানসিকতা বানাতে **আল্লাহ তায়ালা**র বাণী শ্রবণ করি। ৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদার **১২** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ ؕ لَىٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَیْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ১২)

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং **আল্লাহ** ইরশাদ করেন: 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি'। অবশ্যই তোমরা যদি নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রদান করো, আমার **রাসূল**গণের উপর ঈমান আনো, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং **আল্লাহ**কে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং অবশ্যই তোমাদেরকে বেহেশ্‌ত সমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত।

سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! নামাযীদের জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে কিরূপ নেয়ামত রয়েছে যে, তাদের জান্নাত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে এবং মহান প্রতিদানের সুসংবাদ শুনানো হচ্ছে। বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকায়ও নামাযের অনেক গুরুত্ব এবং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, আসুন উৎসাহ গ্রহণার্থে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

১. **আল্লাহ তায়ালা** পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে এর জন্য ভালভাবে ওযু করবে এবং তা তার সময় মতো আদায় করবে আর এর রুকু সিজদা বিনয় সহকারে পূরণ করবে তবে **আল্লাহ তায়ালা**র দায়িত্ব যে, তার মাগফিরাত করে দিবেন এবং যে তা আদায় করবে না তবে **আল্লাহ তায়ালা**র বাদন্যতার দায়িত্বে তার জন্য কিছুই নেই, চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং চাইলে তাকে আযাব দিবেন। **(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবুল মুহাফিযে আলা ওয়াক্তিস সালাত, নম্বর-৪২৫, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)**

২. যদি তোমাদের কারো আঙ্গিনায় নদী থাকে, প্রতিদিন সে পাঁচবার তাতে গোসল করে তবে কি তার কোন ময়লা থাকবে? লোকেরা আরয করলো: জি, না। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নামায গুনাহ সমূহকে এমনভাবে ধুয়ে দেয়, যেমন পানি ময়লা ধুয়ে দেয়। **(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৩৯৭)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন নামায আদায়কারী কিরূপ সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে যে, তাদের উপর **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত এমনভাবে বর্ষন হয়ে থাকে, যা তাদের গুনাহ সমূহকে ধুয়ে দেয়, নামাযের বরকতে পূর্ববর্তী গুনাহ তো ক্ষমা হয়ে যায়, ভবিষ্যতেও মানুষ গুনাহ এবং অশ্লিল কাজ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে থাকে। নামাযের অভ্যাসকে চলমান রাখতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করুন, মাদানী দাওরায় অংশ নিন, তাছাড়া নিজের মসজিদ, মহল্লা এবং ঘরে ফয়যানে সুন্নাতের দরস চালু করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজেরও নামাযের অভ্যাস চলমান থাকবে এবং অন্যদেরও নেকীর দাওয়াত দেয়ার মহান সাওয়াবও হাতে আসবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যিলহজ্ব মাস অতি শীঘ্রই আমাদের মাঝে উপস্থিত হতে চলেছে এবং তা অনেক বরকতময় ও রহমতপূর্ণ মাস, সুতরাং যত বেশি সম্ভব এই মাসে ইবাদত ও রিয়াযত করা উচিৎ আর সম্ভব হলে এই মাসে নফল রোযাও রাখার সৌভাগ্য অর্জন করুন, কেননা নফল রোযার অসংখ্য ফযীলত ও বরকত রয়েছে তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকায় যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশকের (অর্থাৎ শুরুর ১০ দিন) ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে:

## শবে কদরের সমান ফযীলত

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ তায়ালা**র যিলহজ্বের প্রথম দশদিনের চেয়ে বেশী কোন দিনে তাঁর ইবাদত করাকে এতো পছন্দ করেন না, এর প্রতিটি দিনের রোযা এক বছরের এবং প্রত্যেক রাতের কিয়াম শবে কদরের সমান।

**(জামে তিরমিযী, ২/১৯২, হাদীস নং-৭৫৮)**

## আরাফার দিনের রোযা

হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ তাআলা**র প্রতি আমার

সুধারণা হলো, আরাফার (অর্থাৎ ৯ যিলহজ্বের) দিনের রোযা এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দেয়। (সহীহ মুসলিম, ৫৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৬)

## একটি রোযা একহাজার রোযার সমান

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আরাফার (অর্থাৎ ৯ যিলহজ্বের) দিনের রোযা এক হাজার রোযার সমান। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৫৭, হাদীস নং-৩৭৬৪) কিন্তু হজ্ব সম্পাদন কারীদের জন্য যারা আরাফাতে রয়েছে, তাদের আরাফার (অর্থাৎ ৯ যিলহজ্বর) দিনে রোযা রাখা মাকরূহ, কেননা হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরাফার দিন (অর্থাৎ ৯ যিলহজ্বের দিন) আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, ৩/২৯২, হাদীস নং-২১০১)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! যিলহজ্ব মাসে রোযা রাখা কিরূপ ফযীলত ও বরকতময়, সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে এই বরকত মাসে কোরবানি ও অন্যান্য ইবাদতের পাশাপাশি নফল রোযা রাখারও অভ্যাস গড়া, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর মাধ্যমে আমাদের অসংখ্য রহমত এবং বরকত অর্জিত হবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

## মাদানী কাফেলা মজলিশের পরিচিতি!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ দান করেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনের প্রসারে প্রায় ১০৪টি বিভাগে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে **"মাদানী কাফেলা"**। **"মাদানী কাফেলা মজলিশ"** এর অধীনে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের অসংখ্য মাদানী কাফেলা ৩দিন, ১২দিন, একমাস এবং ১২ মাসের জন্য দেশ বিদেশে, শহরে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে সফল করে ইলমে দ্বীন এবং সুন্নাতের বাহার লুটিয়ে থাকে আর নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে থাকে। **"মাদানী কাফেলা মজলিশ"** এল অধীনে

অসংখ্য স্থানে মাদানী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প (তরবিয়্যত গাহ) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যাতে দূরের ও কাছের ইসলামী ভাইয়েরা অবস্থান করে এবং আশিকানের রাসূলের সহচর্যে সুন্নাতের প্রশিক্ষণ পেয়ে আশেপাশে গিয়ে **"নেকীর দাওয়াত"** এর মাদানী ফুল ছড়াতে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাদানী ফুল!

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বয়ান শেষ করার পূর্বে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করছি: (১) প্রত্যেক সদাচরণই সদকা, ধনীর সাথে হোক বা গরীবের সাথে। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু কুল্লু মা'রূফি সদকা, ৩/৩৩১, নম্বর-৪৭৫৪) (২) যে পিতামাতার সাথে সদাচরণ করলো তাকে মোবারকবাদ, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** তার বয়স বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। (মুসতাদরিক, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৫/২১৩, হাদীস নং-৭৩৩৯) ✯ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম ও জাহান্নামের নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৫৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## ঘোষণা

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)**

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

**(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

## (১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

## সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার জাদুয়াল

(১) বিভিন্ন বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বয়ান: ৫ মিনিট, (২) দোয়া মুখস্ত করা: ৫ মিনিট, (৩) ফিক্‌রে মদীনা: ৫ মিনিট। সর্বমোট ১৫ মিনিট।

## আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাদানী ফুল

✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরন এর নাম নয় যে, তারা সদাচরণ করলেই তবে আমরাও করবো, এই বিষয়টি তো আসলে অদল বদল করা হলো যে, তারা তোমার নিকট কিছু পাঠালো তুমিও তার নিকট পাঠালে, তারা তোমার এখানে আসলো, তুমি তাদের নিকট চলে গেলে। আসলে আত্মীয়তার সম্পর্ক হলো যে, তারা ছিন্ন করবে এবং তুমি জোড়া লাগাবে, তারা তোমার থেকে আলাদা হতে চাইবে আর তুমি তাদের সাথে আত্মীয়তার হকের প্রতি সজাগ থাকবে। (রদ্দুল মুখতার, ৯/৬৭৮) ✯ আত্মীয়তার সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ রয়েছে, তাদের উপহার সামগ্রী দেয়া এবং যদি তাদের কোন বিষয়ে তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে সেই কাজে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাক্ষাতে যাওয়া, তাদের পাশে বসা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে দয়াদ্র ও মেহেরবানী স্বরূপ আচরণ করা। (কিতাবু দুররিল হিকম, ১/৩২৩) ✯ আত্মীয়দের সাথে বিরতি দিয়ে দিয়ে সাক্ষাত করতে থাকুন অর্থাৎ একদিন পর পর দেখা করতে যাওয়া, কেননা এরূপ করাতে ভালবাসা ও প্রেম বৃদ্ধি পায়, বরং নিকটাত্মীয়দের সাথে জুমার দিন বা মাসে একবার দেখা করা। (কিতাবু দুররিল হিকম, ১/৩২৩) ✯ সত্য এবং জায়িয বিষয়ে গোত্র ও বংশীয়দের একতা থাকা উচিৎ অর্থাৎ আত্মীয় সত্যের উপর থাকলে তবে অপরের সাথে প্রতিধন্ধিতা এবং সত্য প্রকাশে সবার একত্র হয়ে কাজ করা। (কিতাবু দুররিল হিকম, ১/৩২৩) ✯ আত্মীয় স্বজন কোন চাহিদা পেশ করলে তবে তা অগ্রাহ্য করে দেয়া গুনাহ। যখন নিজের কোন আত্মীয় কোন চাহিদা পেশ করে তবে তাদের চাহিদা পূরণ করুন, তা বাতিল করে দেয়া মানে আত্মীয়তার সম্পর্ক বাতিল করে দেয়া। (কিতাবু দুররিল হিকম, ১/৩২৩) ✯ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"তৎক্ষণাত ফুফুর সাথে মীমাংসা করে নিলেন"** অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

# ঈমানদারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে বাঁচার দোয়া

**দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মাদানী হালকায় আজকের জাদুয়াল অনুযায়ী **"ঈমানদারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করা থেকে বাঁচার দোয়া"** মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুবাদ: এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের জন্য কোন বিদ্বেষ রেখো না, হে আমাদের **রব**! নিশ্চয় তুমি খুবই মেহেরবান, অনেক দয়ালূ।

## সম্মিলিতভাবে ফিক্‌রে মদীনা করার পদ্ধতি (৭২ মাদানী ইনআমাত)

**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) মুহূর্তকাল চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৯৭)**

আসুন! মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার পূর্বে **"ভাল ভাল নিয়্যত"** করে নিই।

১. **আল্লাহ তায়ালা** সন্তুষ্টির জন্য নিজেও মাদানী ইনআমাতের রিসালা থেকে আজকের ফিক্‌রে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান) করবো এবং অপরকের উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবো।

৩. যার উপর আমল হয়নি, তার জন্য আফসোস এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী মাদানী ইনআমের প্রতি **আল্লাহ** না করুক আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকীর (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো মাদানী ইনআমাতের উপর আমল) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর পরেও আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করার আসল উদ্দেশ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামী কালও মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ (অর্থাৎ ফিক্‌রে মদীনা) করবো।

৯. যেনতেন ভাবে খালি ঘর পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করবো।

আজ যে সকল মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তা নিচে দেয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (**0**) চিহ্ন দিন।

**বিঃ দ্রঃ :-** নিজের মাদানী ইনআমাতের রিসালার উপর দৃষ্টি রেখেই ফিক্‌রে মদীনা করুন।

## প্রতিদিনের ৫০টি মাদানী ইনআমাত:

(১) ভাল ভাল নিয়্যত কি করেছি? (২) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযা তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? (৩) প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, তাসবীহে ফাতিমা, সূরা ইখলাস কি পাঠ করেছি? (৪) আযান ও ইকামতের উত্তর কি দিয়েছি? (৫) ৩১৩ বার দরূদ শরীফ কি পাঠ করেছি? (৬) মুসলমানকে কি সালাম করেছি? (৭) আপনি ও জি বলে কি কথাবার্তা বলেছি? (৮) জায়িয বিষয়ের ইচ্ছায় اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বলেছি কি? (৯) সালাম ও হাঁচি দাতার হামদ শুনে কি উত্তর দিয়েছি? (১০) **দা'ওয়াতে ইসলামীর** পরিভাষা কি ব্যবহার করেছি? (১১) ক্ষুধা হতে কম খেয়ে পেটের কুফলে মদীনা লাগানোর চেষ্টা কি করেছি? (১২) দু'টি মাদানী দরস কি দিয়েছি? (১৩) প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় কি পড়েছি "বা" পড়িয়েছি? (১৪) ১২ মিনিট সংশোধন মুলক কিতাব এবং ফয়যানে সুন্নাত থেকে ধারাবাহিক ভাবে ৪ পৃষ্ঠা কি পড়েছি? (১৫) ফিক্‌রে মদীনা কি করেছি? (১৬) সালাতুত তাওবা কি আদায় করেছি? (১৭) চাটাইয়ে ঘুমিয়েছি কি, মাথার পাশে সুন্নাত বক্স কি রেখেছি? (১৮) সুন্নাতে কবলিয়্যা ও ফরযের পর নফল সমূহ কি আদায় করেছি? (১৯) তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবিন কি আদায় করেছি? (২০) তাহিয়্যাতুল ওযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ কি আদায় করেছি? (২১) কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীর সহ কি তিলাওয়াত করেছি? (২২) দু'জনের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ কি করেছি? (২৩) দু'ঘন্টা কি মাদানী কাজে অতিবাহিত করেছি? (২৪) নিজের নিগরানের আনূগত্য কি করেছি? (২৫) কারো নিকট থেকে চেয়ে কি কোন জিনিস ব্যবহার করেছি? (২৬) কারো দোষ সংগঠিত হলে কি তাকে সংশোধন করেছি? (২৭) পর্দার উপর কি পর্দা করেছি? তাছাড়া কিবলার দিকে মুখ করে কি বসেছি? (২৮) রাগের চিকিৎসা কি করেছি? (২৯) অহেতুক প্রশ্ন তো করিনি? (৩০) নামুহরিম আত্মীয় স্বজন/ নামুহরিম প্রতিবেশীর সাথে কি শরয়ী পর্দা করেছি? (৩১) সিনেমা, নাটক, গান বাজনা থেকে বিরত থেকেছি? (৩২) ঘরে মাদানী পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা কি করেছি? (৩৩) অপবাদ, গালাগালি করা থেকে কি বিরত থেকেছি? (৩৪) অন্যের কথা তো কাটিনি? (৩৫) সাদায়ে মদীনা কি লাগিয়েছি? (৩৬) চোখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে কি দৃষ্টিকে নিচের দিকে রেখেছি? (৩৭) অপরের ঘরের ভেতর উঁকি

মারা থেকে বাঁচার কি চেষ্টা করেছি? (৩৮) মিথ্যা, গীবত, চুগলি, হিংসা, অহঙ্কার, ওয়াদা খেলাফী থেকে কি বিরত ছিলাম? (৩৯) দিনের অধিকাংশ সময় কি ওযু অবস্থায় ছিলাম? (৪০) শ্রোতার চেহারা দিকে তো দৃষ্টি নিবন্ধ করিনি? (৪১) সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? (৪২) মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন রেখেছি? (৪৩) সবার সাথে একইরূপ সম্পর্ক কি রেখেছি? (৪৪) নামায ও দোয়ায় কি বিনয় ও নম্রতা বজায় রেখেছি? (৪৫) বিনয়ের এমন শব্দ তো বলিনি যার সমর্থন অন্তরে ছিলো না? (৪৬) মুখের কুফলে মদীনা লাগিয়ে ইশারায় এবং ৪বার লিখে কথাবার্তা বলেছি কি? (৪৭) একটি বয়ান বা মাদানী মুযাকারার অডিও, ভিডিও বা মাদানী চ্যানেল ১ ঘন্টা ১২ মিনিট কি দেখেছি? (৪৮) হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, সে আঘাত দেয়া, অট্টহাসি দেয়া থেকে কি বিরত ছিলাম? (৪৯) প্রয়োজনীয় কথা অল্প শব্দে কি বলেছি? (৫০) সারাদিন মাদানী হুলিয়া কি পরিধান করে ছিলাম?

## কুফ্লে মদীনার কার্যবিবরনি

❖ ❖ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ❖ ❖ কুফলে মদীনা চশমা ব্যবহার ১২ বার

## সাপ্তাহিক ৮টি মাদানী ইনআমাত

(৫১) সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ ছিলো? (৫২) ইজতিমার পর ৪ জনের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ কি করেছেন? (৫৩) রোগীর শশ্রুষা কি করেছি? (৫৪) মাদানী দাওরায় কি অংশগ্রহণ করেছি? (৫৫) যারা পূর্বে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত ছিলো কিন্তু এখন আসে না, তাদেরকে আবারো সম্পৃক্ত করার কি চেষ্টা করেছি? (৫৬) মসজিদ ইজতিমায় (সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা) কি অংশগ্রহণ করেছি? (৫৭) চিটি কি প্রেরণ করেছি? (৫৮) সোমবার শরীফের রোযা কি রেখেছি?